যায়যায়দিন

তারিখ 24 JAN 2013
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

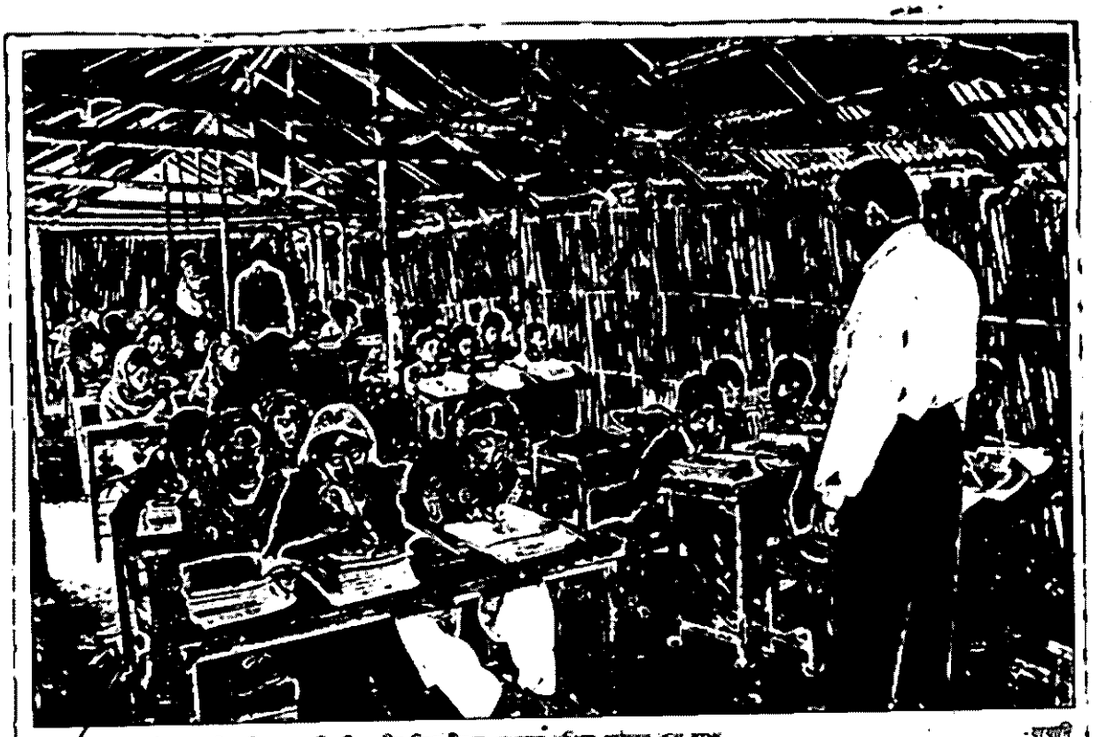

বরগুনার বান্দরগাছিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে বসিয়ে পাঠদান করা হচ্ছে -যায়যায়দি

বরগুনায় বিদ্যালয় কাম আশ্রয়ণ কেন্দ্রের নির্মাণকাজ বন্ধ

২০০ শিশু শিক্ষার্থীর পাঠদান ব্যাহত

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনা সদরে বিদ্যালয় কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়ণ কেন্দ্রের নির্মাণকাজে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় কর্তৃপক্ষ কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এতে উপজেলার বান্দরগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ শিক্ষার্থীর পাঠদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ভবন নির্মাণ নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, বান্দরগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এলজিইডি কর্তৃপক্ষ ১৯৯৫ সালে চার কক্ষবিশিষ্ট একটি একতলা ভবন নির্মাণ করে। ২০১১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ভবনটির ছাদ ধসে পড়ে। ফলে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলে বিদ্যালয়ের মাঠে ও বর্ষা মৌসুমে আশপাশের বাড়িতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়। গত বছরের আগস্ট মাসে অভিভাবকরা চাঁদা তুলে বিদ্যালয়ের মাঠের এক কোণে একচালা ছাপড়াঘর তুলে দেন। বর্তমানে সেখানে পাঠদান কার্যক্রম চলছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানান, বিদ্যালয়ের ভবন সম্পূর্ট নিরসনের জন্য বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি ২০১১-১২ অর্থবছরে ইসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২ কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে এখানে বিদ্যালয় ভবন কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়। গত বছরের অক্টোবর মাসে এর কাজ শুরু হয়। এই কাজের ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রাক্কলন অনুযায়ী ভিত্তির নিচের মাটিতে আরসিসি খুঁটি (পাইল) স্থাপন না করা এবং নিম্নমানের কাজ করার অভিযোগ ওঠে। দাতাসংস্থার প্রতিনিধিরা সরেজমিন তদন্ত করে এসব অভিযোগের সত্যতা পেয়ে ভবনের নির্মাণকাজ স্থগিত করেন।

সরেজমিন দেখা গেছে, অপরিসর ও স্বল্প আলোর এই ছাপড়াঘরের চারপাশে হোগলপাতার বেড়ার মধ্যে একসঙ্গে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বসিয়ে পাঠদান করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোনিবেশ করতে পারছে না। সবগুলো শ্রেণীর জন্য একটি ব্ল্যাকবোর্ড থাকায় প্রয়োজনের সময় শিক্ষকরা তা ব্যবহার করতে পারছেন না।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল ইসলাম জানান, শিক্ষকদের বসার মতো কোনো জায়গা নেই। সকাল থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চারজন শিক্ষককে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার পর তাদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল। আর এখন অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

এলজিইডির বরগুনা কার্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, ভবনটির ভিত্তি নির্মাণের আগে মাটির নিচে ৫৮ ফুট গভীর আরসিসি ঢালাই দিয়ে ৬০টি খুঁটি (পাইল) স্থাপনের শর্ত থাকলেও সেখানে ৩০-৪০ ফুট পাইলিং করা হয়েছে। ফলে কাজ স্থগিত করা হয়েছে।

নিযুক্ত ঠিকাদার বাবুল মিয়া ওরফে বাদশা কাজে অনিয়মের বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, ভবন নির্মাণের নকশায় সমস্যা হওয়ায় কাজ বন্ধ রেখেছেন। নতুন করে নকশা হাতে পেলে কাজ শুরু করবেন।

বরগুনা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী এএসএম সাহেদুর রহিম বলেন, কিছু সমস্যার কারণে কাজটি বন্ধ রয়েছে। এখন নতুন করে নকশা প্রণয়ন করা হবে এবং সেই নকশা অনুযায়ী কাজ করা হবে। নকশা হাতে পেলে পুনরায় কাজ শুরু করা হবে।